R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে পৌষ, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

জেলায় আরও কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের রদবদল কি আসন্ন ?

বিশেষ প্রতিনিধি, ৮ জানুয়ারী—শুধু জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রই নয়, মুর্শিদাবাদ জেলায় আরও কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের রদবদল কি আসন্ন ? এই প্রশ্ন এখন জেলা কংগ্রেস মহলে তথা রাজনৈতিক মহলে মুখ্য আলোচ্য বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে প্রার্থী প্রস্তুতিও। যেমন জঙ্গিপুর দক্ষিণ বিধানসভা যদি সত্যিই হয়, তাহলে সেখানে কে দাঁড়াবেন বা কাকে দাঁড় করানো হবে সেই নিয়ে জঙ্গিপুরের কংগ্রেসী রাজনীতি রীতিমত চিন্তিত। নাম শোনা যাচ্ছে তিনটি—তার মধ্যে একজন ছাত্রনেতা, একজন যুবনেতা আর একজন জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মহঃ সোহরাব। কংগ্রেস যদিও একটি আসনে তিনজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবে না তবুও মহঃ সোহরাবের নামই এখন থেকে প্রাধান্য পাচ্ছে। কারণ, গত নির্বাচনে তিনি সুতীতে হেরেছেন, কিন্তু জঙ্গিপুর দক্ষিণ কেন্দ্রে তাঁর জয় সুনিশ্চিত—এটা সবাই জানেন। অবশ্য ক্ষমতার লোভে যাঁরা গোষ্ঠী-বিরোধ জীইয়ে রাখতে চান তাঁদের ধারণা, মহঃ সোহরাবের জন্যই নাকি জঙ্গিপুরে একটি অতিরিক্ত আসন সৃষ্টি করা হচ্ছে।

জেলা কংগ্রেসের ওয়াকিবহাল মহলের তথ্যে ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম ঠেকছে। কানাঘুষোয় তাঁরা জেনেছেন, জঙ্গিপুর নয়—৪৯ নম্বর সাগরদীঘি বিধানসভা, যে বিধানসভা কেন্দ্র বিরাট, তপশিলী সংরক্ষিত এবং যে বিধানসভার মধ্যে রঘুনাথগঞ্জের তিনটি অঞ্চল ঢোকানো আছে তাকেই ভেঙ্গে দু'টো আসন করা হবে। সাগরদীঘি থানার উত্তরে মনিগ্রাম থেকে রঘুনাথগঞ্জের জরুর, জামুয়ার ও মির্জাপুর অঞ্চলকে নিয়ে একটি কেন্দ্র। আর সাগরদীঘির ছামুগ্রাম থেকে দক্ষিণে নবগ্রামের বেশ কিছু অঞ্চল নিয়ে একটি কেন্দ্র। নাম হবে সাগরদীঘি উত্তর ও সাগরদীঘি দক্ষিণ। একটি সাধারণ, আর একটি তপশিলী সংরক্ষিত। নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিলোপ ঘটিয়ে নবগ্রামের বাকী অঞ্চলগুলোকে নিয়ে পুনঃগঠিত হচ্ছে মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র।

জেলার উল্লিখিত বিধানসভাগুলোর রদবদলের সংবাদ কতদূর সত্য তা কোন নেতা এখনই সঠিকভাবে বলতে না পারলেও রাজনৈতিক মহলের প্রস্তুতি ও চাপা আলোচনায় বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, নির্বাচন আসছে। এবং এই নির্বাচন জেলায় একটা বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসছে। এদিকে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজও ইংরাজী নববর্ষের দিন থেকে পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে।

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রেলকর্মীদের অনশন

আহিরণ, ৮ জানুয়ারী—ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ইসটারণ রেলওয়ে কনস্ট্রাকসন বিভাগের ফরাক্কা—আহিরণ প্রজেকটেড এরিয়ার ৫০ জন ক্যাজুয়াল লেবার ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর সকাল ছ'টা থেকে এখানে পালাক্রমে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাঁরা এই বিভাগে দীর্ঘ আট বছর থেকে ক্যাজুয়াল লেবার হিসেবে কাজ করছিলেন। মাসখানেক আগে ছাঁটাইয়ের পূর্বাভাস পেয়ে আই-এন-টি ইউ-সি'র মাধ্যমে ওঁরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে ছাঁটাই না করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন। কিন্তু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জবাব আসার আগেই বে-আইনীভাবে রাতারাতি ৫০ জন কর্মীকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেন এবং আরও কিছু কর্মীকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেন। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর থেকে ঐ রেল কর্মীরা বে-আইনী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে চাকরির স্থায়িত্ব, ছাঁটাই কর্মীদের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর সংবাদ সম্পাদকের অবসর গ্রহণ

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক বিনয়কুমার পণ্ডিত মহাশয় (৭০) আজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর পুত্র অনুত্তম পণ্ডিত এই পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রক ও প্রকাশকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

দাদাঠাকুর তনয়, জেলার প্রবীণ সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় বিনয়বাবু ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ ৫০ বছরের সুষ্ঠু এবং বলিষ্ঠ সম্পাদনায় জঙ্গিপুর সংবাদ বাষট্টি বছরে পা দিতে চলেছে। বয়সের ভারে দৃষ্টিশক্তি কমে আসায় গত এক বছরে তাঁর চোখে দু'বার অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের প্রাণনাশের হুমকি

'শালা ধান্দাবাজ, তুমনে ডি-এম-ও'কে মদৎ দেতা হায়। তুমহারা জান লে লেগা। খামোশ রহে। —তুমহারা দুশমন, আলফাতা।' অর্থাৎ 'তুমি ডি-এম-ও'কে মদৎ দিচ্ছ, তোমার প্রাণ সংহার করবো।' সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সত্যনারায়ণ সিনহাকে এই মর্মে লিখিত এক অদ্ভুত পত্রে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে 'আলফাতা' নামের এক ছদ্মবেশী।

ডাঃ সিনহা জেলা পুলিশ সুপারকে এই ধরণের হুমকির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। জঙ্গিপুর সংবাদ অফিসে ডাঃ সিনহা সেগুলির অনুলিপি সমেত এক চিঠিতে জানিয়েছেন যে, তিনি এবং জেলার কয়েকজন তরুণ চিকিৎসক জেলার সরকারী হাসপাতালগুলির উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই বহরমপুর হাসপাতালের অস্ত্রোপচার ব্যবস্থা, পরীক্ষণাগার, ব্লাড ব্যাঙ্ক ও কুষ্ঠ চিকিৎসা হাসপাতালের উন্নতিসাধন ছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফোন—অরঙ্গাবাদ - ৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন

এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট

ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা

(জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)

পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে পৌষ বুধবার, সন ১৩৮১ সাল।

॥ কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা ॥

গত শিক্ষাবর্ষ হইতে দশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষাধারায় 'কর্মশিক্ষা' বা 'ওয়ার্ক এডুকেশন' নামে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, পরিবর্জন ও সংযোজনের পাল্লায় পড়িয়া তাবৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি 'কর্মশিক্ষা' লইয়া হকচকাইয়া গিয়াছে। কেন না, ১৯৭৪ এর অন্তিম দশায় নবম শ্রেণীর জন্য প্রকল্প বা প্রজেক্ট বিদ্যালয়কে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত করাইতে হইবে এই মর্মে পর্ষদী ফরমান আসিয়া গেল। কর্মশিক্ষায় কি জিনিস কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিল।

এখন যতদূর জানা যাইতেছে তাহাতে দেখা যায়, কাঠের কাজ, মাদুর তৈয়ারী, ব্যাগ তৈয়ারী, মাটির কাজ, অঙ্কন ও চিত্রণের কাজ, বাগান তৈয়ারী, সেলাই-এর কাজ, সঙ্গীত প্রভৃতি কর্মশিক্ষার আওতায় আসে। ওয়ার্ক এডুকেশন অর্থাৎ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা—নিশ্চয়ই অভিনন্দিত হইবে। উল্লেখিত কাজগুলির কোন একটি গ্রহণ করা হইল। কিন্তু তাহার শিক্ষক কোথায়? পর্ষদের সার্কুলারে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যালয় যে প্রকল্প গ্রহণ করিবে, তাহার জন্য শিক্ষকের ঐ সম্বন্ধে শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করিয়া নাম পাঠাইতে হইবে। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই এরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতাযুক্ত শিক্ষক নাই। নূতনভাবে শিক্ষক নিয়োগ করারও নানা বাধানিষেধ। এমত অবস্থায় গত শিক্ষাবর্ষের হিসাব নিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কর্মশিক্ষা বা ওয়ার্ক এডুকেশন বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি বহিতঃ প্রচারের দিক দিয়া চমৎকার; আসলে নো-ওয়ার্ক-নো-এডুকেশন পরিণামবাহী। তাহা ছাড়া, যেখানে শতকরা ৯০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে আর্থিক দৈন্যে ভুগিতে হয়, সেখানে কর্মশিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলার খরচ বহন করিবার ক্ষমতা তাহাদের কোথায়?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শারীরশিক্ষায় সকলকে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি বিদেশী এবং হা-ডু-ডু খো-খো ইত্যাদি দেশী খেলায় দক্ষ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এজন্য ৫ম হইতে ৭ম শ্রেণীর জন্য এবং ৮ম হইতে ১০ম শ্রেণীর জন্য বাৎসরিক যথাক্রমে ৩ টাকা ও ৪ টাকা ফি দিতে হইবে বলিয়া সার্কুলার আসিয়াছে, সকল খেলায় অল-রাউণ্ডার শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাইবে? গেলেও নিয়োগ করিবার কোন নির্দেশ নাই।

আমরা মনে করি, সরকার এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে এবং অভিভাবক সাধারণকে আর্থিক চাপে না ফেলিয়া সরকারী অর্থানুকূল্যে কর্মশিক্ষা ও শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শুধু উপরতলার সার্কুলার পাঠাইয়া মাধ্যমিক শিক্ষার হাল এবং জীবনের ভিত্তিস্থাপনের কাল উভয়েই অপ্রকৃতিস্থ ব্যবস্থাপনায় নাজেহাল হইবে।

মিসাবাবা জিন্দাবাদ

—দিলদার

বলি হায়রে, 'মিসার' মহিমা অপার,
মিসার জালে কব্জা করা কিবা চমৎকার।
মিসার সাথে কাঁচা লঙ্কা আর আদার কুচি,
টপাটপ ধরো দাদা, পাতে পড়বে লুচি।
বলি হায়রে ………………… অপার॥
দেখানো ভয়ে চুপিসারে মিসার নাম করে,
জোতদারেরা লেভির ভয়ে কাপড় খারাপ করে।
আনাগোনা হয় যে শুরু নাম কাটাবার তরে,
পড়লে পাতে মণ্ডা মেঠাই, বলে আদর করে।
কি বলে?
'নাম দিয়েছি যাদের কেটে ভয় নেইকো আর,
এমনি করে মণ্ডা মিঠাই দিও বার বার।'
মিসা-বাবা, মিসা-বাবা, আমার যাদু ধন;
ব্যাজধারী-প্রয়োগকারী কিছু বলে কি কখন?
মনে মনে বলে তারা—
'মিসা আমাদের ধন-দৌলৎ
মিসা আমাদের নাতি;
মিসার দৌলতে মোরা,
দুয়ারে বাঁধবো হাতি।'
বলি হায়রে ………………… অপার।
নকশাল আর বে-নকশালের হাতে আছে সীসা,
আছে 'সত্যমেব জয়তের' নয়াকানুন 'মিসা'।
বলি হায়রে………………… অপার।

স্বরাষ্ট্র দফতর আবিষ্কৃত পূর্বের যাবতীয় দাওয়াইকে টেক্কা দিয়ে প্রকৃত অনুশাসনের জন্য এই মিসা দাওয়াই অমোঘ আপাততঃ। যে কোন সমস্যার মোকাবিলা করতে এর জুড়ি নেই। তবে প্রয়োগকারীগণের রুচি-প্রকৃতি অনুযায়ী প্রয়োগ-ক্ষেত্রে সুনাম, দুর্নাম লাভ ঘটতে পারে।

এমন অমোঘ দাওয়াইয়ের ক্ষেত্র প্রসারিত ক'রে অন্যান্য দফতরকেও ক্ষমতা দেয়া হোক প্রয়োগ করার, এই আরজি দিলদারের। সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা এর প্রয়োগে হাসপাতালে রোগী রোগিনী আসা বন্ধ করতে পারবেন। তবুও যাঁরা আসবেন, তাঁদেরকে মিসা টিকিট দেখালে, হয় তাঁরা ঘটনাস্থলেই দম ছেড়ে দিবেন অথবা 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বঁধু, ওইখানেই থাকো' বলে অথবা 'ওরে বাপরে, দরকার নেই বলে অথবা শোভান আল্লা হাঁক ছেড়ে হবে পগার পার'। তখন নির্ঝঞ্ঝাটে ডাক্তারবাবু সপারিষদ "কেন কেন সখা, আপনি দিয়ে দেখা, শুষ্ক হৃদে কেন জ্বালাতে এলে"-সুর ধরবেন। হাসপাতালি ঝঞ্ঝাট বলে কিছুই থাকবে না।

শিক্ষাজগতে শিক্ষক মশাইদের হাতে দিন মিসা। দেখবেন, অপূর্ব ফল হাতে হাতে। কেন না, জলে মিসা, স্থলে মিসা, অনলে অনিলে মিসা প্রচারে ছাত্র সমাজের মালুম হয়ে গিয়েছে যে, মিসা কি চিজ! স্যারেরা মিসা জড়ি বুটি দিয়ে চারদিকে বিদ্যালয়ের দাগ দিয়ে দিবেন। দাগের মধ্যে প্রবেশ মাত্রই পড়ুয়াদের মাথা হেঁট। তাছাড়া, মিসা মাদুলিও গুরুরা ধারণ করতে পারেন। কথা হতে পারে, ওই মিসা মাদুলী যদি ছাত্র-ছাত্রীগণ পেয়ে যায়? আসলি রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্কা ছাড়া অন্য মিসা মাদুলীতে ফল ফলবেই না। সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর (পুলিশ) বণ্টনে ভারপ্রাপ্ত থাকবে কিনা! রকমারি বিভাগের জন্য বিভিন্ন মিসা-মাদুলী থাকার ফলে এক বিভাগের মাদুলী অন্য বিভাগে খাটবে না। শিক্ষা-মিসা মাদুলী ধারণ বলে শিক্ষাদান পর্বেও সমাধা চলবে। যেমন—ক্লাশে বসে বিষয় মাফিক স্যারেরা মনে মনে আওড়ালেই অথবা বই দেখলেই পড়ুয়াদের পেটস্থ হয়ে যাবে 'মেন্টাল-প্রজেকশন' পদ্ধতিতে। আর যায় কোথা! ফলং—হাতে হাতে।

আগামীতে এমন দিন অদূরে নয় যখন বিয়ে-বাসরে কনে বলবে—

'এনেছ কি সোনার মালা, মিসা মাঞ্জা দিয়া,
কেমনে করিব প্রেম, কেমনে দিবো হিয়া?
না আনলে মিসা-শাড়ি, কইবো না আর কথা,
চুপ করে শুয়ে থাকবো, গায়ে দিয়ে কাঁথা।
এই পর্যান্ত হলাম ক্ষান্ত, মিসা নাম স্মরি,
মিসার প্রীতার্থে সবে বলুন আল্লা আল্লা হরি॥'

'মিসাবাবা জিন্দাবাদ'। কারুকে অবজ্ঞা করা উদ্দেশ্য নয়। এরজন্য সকলের কাছে মাফপ্রার্থী।

(মতামত দিলদারের নিজস্ব)

জুয়া প্রবণতা

জঙ্গিপুর শহরে হালফিল ছোট-বড়, গরীব-বড়লোক সকলের মধ্যে জুয়া খেলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হাটে-বাজারে, প্রকাশ্য দিবালোকে খোলামেলা জায়গায় জুয়া খেলার আসর বেশ জাঁকিয়ে বসছে। আর এই সব আসর দেখতে দেখতে নাগরিকদের গা-সহা হয়ে গিয়েছে। কৌতুহল বশে চপলমতি শিশুরা জুয়া খেলায় যে আকৃষ্ট হচ্ছে না তা নয়। পুলিশ সম্প্রতি জঙ্গিপুর শহর থেকে ৩২ টাকা সমেত ৫ জনকে এবং সাগরদীঘি থানার ইমামনগরের একটি মেলা থেকে ১১ জনকে জুয়া খেলার অপরাধে গ্রেপ্তার করেছে।

লেভি তালিকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি

হিলোড়া, ২ জানুয়ারী—সুতী দু'নম্বর ব্লকে লেভির তালিকা এখনও চূড়ান্ত না হওয়ায় লেভিদাতাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। ব্লকের সবকটি গ্রাম থেকে অভিযোগ এসেছে যে, লেভি তালিকায় এবারে সাংঘাতিক রকম গোলযোগ হয়েছে। কারও ধান ধরা হয়েছে দ্বিগুণ, আবার কারও জমির হিসেবের মধ্যে পুকুর, ভিটে, ডাঙ্গা, ডহর সব কিছু ধরে লেভি ধার্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস পেলেও বি-ডি-ও মহকুমা শাসকের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন। ১৫ জানুয়ারী লেভি প্রদানের শেষ দিন, অথচ তাঁদের তালিকা এখনও মনোমত হয়নি। লেভিদাতারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার আশায় আছেন। যদি তা না হয় তবে তাঁরা নাকি মামলা রুজু করবেন বলে ঠিক করেছেন।

কলাই তুলতে গিয়ে চাষী খুন

ধুলিয়ান, ৩১ ডিসেম্বর—সামসেরগঞ্জ থানার চক-বাহাদুরপুর চরে নিজেদের জমি থেকে কলাই তুলে গোরুগাড়ী বোঝাই করার সময় দেওনাপুর গ্রামের তিন ভাই তাদের শরিকের কাছে আক্রান্ত হয় গত শুক্রবার সন্ধ্যায়। হেঁসোর আঘাতে এক অন্ধ ভাই আলি মহম্মদ ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। বাকী দু'ভাই এবং আক্রান্তকারীদের একজন গুরুতরভাবে জখম হ'য়ে এখন হাসপাতালে। গ্রেপ্তারের খবর নাই।

তাড়ির নেশায়ঃ ফরাক্কার খবর, তাড়ির নেশায় বুঁদ হ'য়ে ফরাক্কা ব্যারেজের কাছে মারামারি করতে গিয়ে সজনীপাড়ার এক মাতাল ছুরিবিদ্ধ হ'য়ে মালদহ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ছুরি তার হৃদয় ভেদ করায় বাঁচার আশা কম বলে আশঙ্কা।

লরির ধাক্কায়ঃ ফরাক্কা থানার বিন্দুগ্রামে জাতীয় সড়কে বেণীয়া-গ্রামের সাইকেলারোহী, ফরাক্কা ব্যারেজের কর্মী সেখ নবাবুদ্দিন চলন্ত লরীর ধাক্কায় প্রাণ হারায় গত শুক্রবার সকালে। প্রকাশ, লরিটি পেছন থেকে ধাক্কা মারলে সে সাইকেল থেকে ছিটকে সড়কের উপর পড়ায় চালক তার উপর দিয়ে লরি চালিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কয়েকজন সাইকেলারোহীর কাছ থেকে খবর পেয়ে সি-আর-পি ব্যারেজের ওপারে সেজুরিয়ায় লরি আটক ক'রে চালককে গ্রেপ্তার করে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আত্মহত্যার কৈফিয়ৎ

গত ৪ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর সংবাদে বেকারত্বের জ্বালায় আদিবাসী যুবকের আত্মহত্যা' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদে 'তফশিলী এম-এল-এ ওই তফশিলী বেকারের চাকরির কোন ব্যবস্থাই করে দিতে পারেননি'—এই লাইনটি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। শ্যামচাঁদ কোরার আত্মহত্যা সত্যিই দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক। তার পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাবার কোন ভাষাই আমার জানা নাই। কিন্তু তবু এম-এল-এ হিসেবে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। এক, সব তফশিলী এবং আদিবাসী বেকারের চাকরি করে দেওয়া কি সম্ভব? দুই, যতটুকু চাকরির ব্যাপারে সুযোগ পাওয়া যায় তার সবটুকু বা বেশীর ভাগই তফশিলী এবং আদিবাসী বেকারদের দিলে আমার নির্বাচন এলাকার লোক কি তা মেনে নেবে? তিন, আমি যাদের চাকরির সুযোগ করে দিয়েছি (প্রাঃ স্কুলশিক্ষক বাদে) তার একটা হিসাব দিলাম। আমি ন্যায় কি অন্যায় করেছি সাধারণ লোকে তার বিচার করবে। আমার এলাকায় এখন পর্যন্ত মোট চাকরির সুযোগ পেয়েছে ৮৯ জন। তার মধ্যে তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ২০ জন ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ৫ জন। —নৃসিংহ মণ্ডল, এম-এল-এ, সাগরদীঘি।

ষ্টেট ব্যাঙ্কে টেলার সিসটেম

রঘুনাথগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর—ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার জঙ্গিপুর শাখায় ১৬ ডিসেম্বর থেকে টেলার সিসটেম চালু হয়েছে। এতে আমানতকারী সরাসরি চেক দিয়ে দু'মিনিটের মধ্যেই টাকা পেয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে সাবেক টোকেন সিসটেম কার্যকর হবে না। তবে আমানতকারী অন্য কারও নামে চেক কাটলে টেলার সিসটেম কার্যকর হবে না, টোকেন সিসটেমে টাকা তুলতে হবে। কারেনট এ্যাকাউনটে ১০০০ টাকা ও সেভিংস ব্যাঙ্কে ৫০০ টাকা পর্যন্ত টেলার সিসটেমে সরাসরি তোলার সুযোগ আমানতকারী পাবেন। সময় সংক্ষেপ বা কুইক সার্ভিসের জন্যই জুন মাস থেকে রাজ্যের সমস্ত মহকুমা শাখাগুলিতে এই নিয়ম চালু করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

বাদী—আহিরণ হেমাঙ্গিনী বিদ্যায়তন হাই স্কুল ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে সদস্য সম্পাদক ও স্বয়ং রমাপতি দাস।

বিবাদী—শ্রীপতিমোহন দাস দিং

এতদ্দ্বারা প্রচার করা যাইতেছে যে, আহিরণ হেমাঙ্গিনী বিদ্যায়তন হাই স্কুল ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে সদস্য সম্পাদক ও স্বয়ং শ্রীরমাপতি দাস সাং আহিরণ থানা সুতী মহাশয় সুতী থানার অধীন আহিরণ মৌজার ১৮৫।১ নং খতিয়ানভুক্ত ৩৩২৩ নং দাগ রকম স্থল পরিমাণ ২৮ শতক সম্পত্তি বাদী বিদ্যায়তনের সম্পত্তি হওয়া সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় শ্রীপতি-মোহন দাস দিং বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালতে ১৯৭৪ সালের ২২৫ নং এক অন্য প্রকার মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা দেঃ কাঃ বিঃ আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে দাখিল হওয়ায় আহিরণ গ্রাম-বাসীগণ পক্ষে যে কোন ব্যক্তি মোকর্দ্দমায় বাদী বা বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন এবং তজ্জন্য আগামী ২০।১।৭৫ ইং তাং দিন ধার্য্য করা হইয়াছে।

By Order of the Court
Sd/- B. Lala, Sheristadar,
1st Munsif's Court, Jangipur.

তথ্য দপ্তরের খবর

মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক রথীন দে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গত ২৮ ডিসেম্বর খাদ্য করপোরেশনের বিভাগীয় অফিসারদের সঙ্গে নবগ্রাম ব্লকের সুকী গ্রামে গেলে সেখানকার উৎপাদকরা তাঁর মাধ্যমে সরকারের নিকট স্বেচ্ছায় ১২০ কুইন্টাল ধান বিক্রী করেন। জেলা শাসক জানান যে, উৎপাদকদের স্বেচ্ছায় বিক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন গ্রামে এরূপ কর্মসূচী নেওয়া হবে। গত বছর লেভির ধান না দেওয়ার জন্য এই জেলার ৭০০ উৎপাদকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এবার লেভি ফাঁকির দায়ে ৬ জনকে মিসায় আটক করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত জেলার চালকলগুলি ২৬০০ মেট্রিক টন ধান কিনেছেন।

মদনগোপাল মেমানী
এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড
কমিশন এজেন্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

—সকল প্রকার
ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

জঙ্গিপুর সংবাদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমার হুমকি

জঙ্গিপুর সংবাদে ১৯৭৪ সালের ১৮ ডিসেমবর 'বিদ্য লয় অবর পরিদর্শকের বোনের চাকরির ব্যাপারে সি-বি-আই-এর তদন্ত দাবি' শীর্ষক শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়ে রঘুনাথগঞ্জ চক্রের অবর পরিদর্শক প্রণবকুমার দত্তের পক্ষে এ্যাডভোকেট সমীরকুমার চক্রবর্তী জাঙ্গপুর সংবাদ সম্পাদককে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে একটি নোটিশ দিয়েছেন। পত্রিকা সম্পাদকের পক্ষ থেকে যথাযথ উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবিত মোকর্দ্দমার পরিপ্রেক্ষিতে অখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রঘুনাথগঞ্জ থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক অরুণকুমার দাসের পাঠানো অভিনন্দন পত্রটি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে হুবহু প্রকাশ করা হ'ল। —সঃ জঃ সঃ

মাননীয়, জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আপনার কর্তৃক সম্পাদিত জংগীপুর মহকুমার একমাত্র নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল বহুল প্রচারিত জংগীপুর সংবাদের গত সংখ্যায় 'অখিল ভারত প্রাথঃ শিক্ষক সংঘের' রাজ্য শাখা 'পশ্চিমবঙ্গ প্রাঃ শিক্ষক সমিতি'র রঘুনাথগঞ্জ থানা শাখার নেতৃত্বে ১৯ দফা দাবীর ভিত্তিতে স্থানীয় বিদ্যালয় অবর-পরিদর্শকের নিকট দেয় 'গণ-ডেপুটেশনে'র খবর যেভাবে প্রকাশিত ও তৎসহ প্রকৃত সত্য উন্মোচনে যে সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা যথার্থই পত্রিকাটির পূর্বাপর ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমি পত্রিকাটির এইরূপ বলিষ্ঠতর সংবাদ প্রকাশনার জন্য আমার অভিনন্দন জানাই।

ভবদীয়—
শ্রীঅরুণকুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
রঘুনাথগঞ্জ থানা শাখা, জেঃ মুর্শিদাবাদ
রেজি নং ১৬৩৯৪/১২০৬

তাং রঘুনাথগঞ্জ
২৪/১২/৭৪

সাগরদীঘিতে এ্যাথলেটিক স্পোরটস্ ক্যামপ

সাগরদীঘি, ৭ জানুয়ারী—চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি এখানে এ্যাথলেটিক স্পোরটস্ ক্যামপ্ খোলা হচ্ছে। ক্যামপের জন্য ৫০০ টাকা সরকারী অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে। গতকাল এক সাক্ষাৎকারে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক নরসিংহম ভেঙ্কট জগন্নাথন এই তথ্য জানিয়ে বলেছেন, জে-এস-এস-এ'র প্রস্তাবে মহকুমা স্তরে এই ধরণের ক্যামপ্ খোলার চেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু ফাইনানসের অসুবিধা থাকায় সেটা আর সম্ভব হ'ল না। তাই আপাততঃ সাগরদীঘিতেই একটি ক্যামপ্ খোলা হচ্ছে। কলকাতা থেকে কোচ আসছেন। স্কুল থেকে ট্রেনিং ক্যামপে ট্রেনিং দেওয়া হবে।

সাগরদীঘির দেখাদেখি সামসেরগঞ্জ ব্লকও এই ধরণের ক্যামপ্ খোলার উদ্যোগ-আয়োজন করছে। রঘুনাথগঞ্জেও কোচ আসতে পারে। মহকুমা শাসক মহকুমার সব কটি ব্লকের চ্যামপিয়নদের নিয়ে মহকুমা স্তরে ইনটার ব্লক স্পোরটস্ করতে চান। এই স্পোরটসে মহকুমার দুই পুরসভার দলকেও নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

(১ম পৃষ্ঠার পর) **প্রাণনাশের হুমকি**

হয়েছে এবং নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁকে ভীতি প্রদর্শনের অর্থই হ'ল তিনি যেন এই সব জনহিতকর কাজ থেকে বিরত হন।

রেলকর্মীদের অনশন (১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজে পুনর্বহাল ইত্যাদির দাবিতে এখানকার কনস্ট্রাকসন অফিসের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ওই ৫০ জন রেলকর্মীর মধ্যে ৫ জন ক'রে প্রতি ৩৬ ঘণ্টার জন্য পালাক্রমে অনশন করছেন। তাঁদের মধ্যে এক জনের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফরাক্কা-আহিরণ ইসটারণ রেলওয়ে ক্যাজুয়াল এমপ্লয়িজ কাউনসিল প্রধানমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, রেলমন্ত্রক ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জনাই ব্রিটানিয়া
বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্
ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ২৬

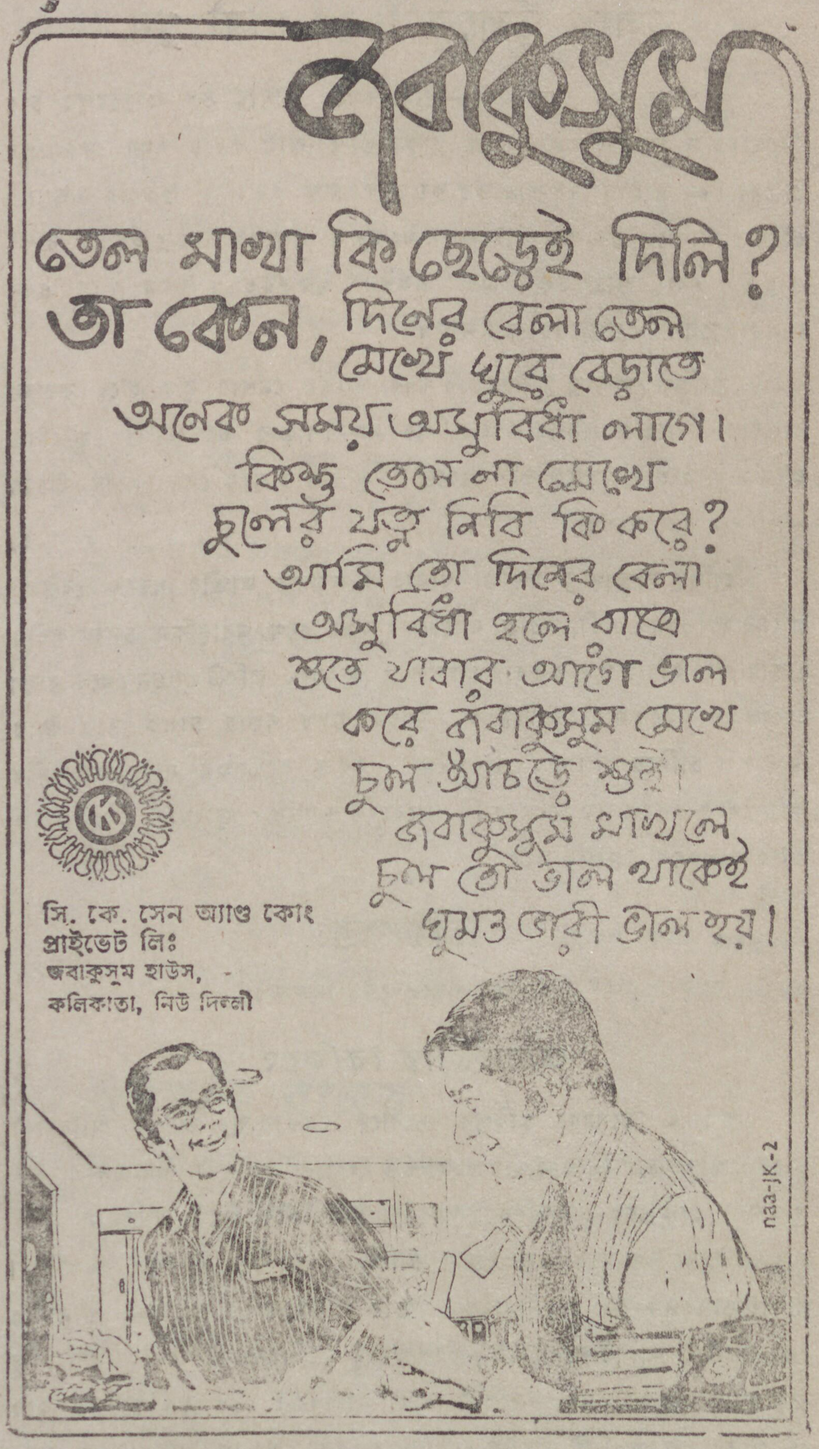

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭
—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—
★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি
বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ
পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)